Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 18, 1432 Bangla, February 01, 2026, Sunday, No. 32, 56th year

H I G H L I G H T S

BGB will not use lethal weapons while performing security duties during the upcoming Jatiya Sangsad election and the referendum-- Dhaka Sector Commander of BGB Colonel ASM Abul Ehsan. (Jago FM: 11)

A total of 330 international observers will monitor the 13th national parliamentary election and the referendum -- the press wing of the chief adviser's office informed. (Jago FM: 10)

Analysts believe that the youth vote will be a major factor in the victory or defeat in this year's elections in the country. (BBC: 04)

Businessmen and ordinary voters hope that the new leadership will bring a developed and good governance system in the country after the election. (Jago FM: 11)

The Ministry of Railways has instructed maximum security measures to ensure the safety of passengers, trains, & railway infrastructure ahead of the upcoming national elections & the referendum. (Jago FM: 15)

A total of 144,860 postal ballots cast by Bangladeshi expatriates have reached the country ahead of the parliamentary election & the referendum-- the Election Commission said. (DW: 09)

Transparency International Bangladesh has expressed disappointment over the draft of National Media Commission and Broadcasting Commission Ordinance. (Jago FM: 14)

The International Air Transport Association has taken a strong stance against the proposed airfare control measures by Bangladesh. (Jago FM: 13)

The ICC and the World Cricketers Association are locked in a fresh tussle over player terms, including name, image and likeness rights, ahead of the 2026 Men's T20 World Cup. (Jago FM: 14)

Five people have been killed after a dump truck struck a battery-powered van carrying vegetables at Mohadevpur upazila of Naogaon. (Jago FM: 12)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ১৮, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ০১, ২০২৫, রবিবার, নং- ৩২, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কোনো ধরনের মরণাস্ত্র ব্যবহার করবে না--জানিয়েছেন বিজিবির ঢাকা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এস এম আবুল এহসান। (জাগো এফএম: ১১)

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণে ৩৩০ জন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক আসার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। (জাগো এফএম: ১০)

দেশে এবারের নির্বাচনে জয়-পরাজয়ে তরুণদের ভোট একটা বড় ফ্যাক্টর বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।(বিবিসি: ০৪)

ব্যবসায়ী ও সাধারণ ভোটাররা আশা করছেন, দেশে নতুন নেতৃত্ব একটি উন্নত ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা উপহার দেবে। (জাগো এফএম: ১১)

নির্বাচনকে সামনে রেখে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কেউ যেনো রেলের যাত্রী ও অবকাঠামোর ক্ষতিসাধন করতে না পারে এ জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছে রেলপথ মন্ত্রণালয়।
(জাগো এফএম: ১৫)

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে প্রবাসীদের ১ লাখ ৪৪ হাজার ৮৬০টি পোস্টাল ব্যালট বাংলাদেশে পৌঁছেছে। (ডয়েচে ভেলে: ০৯)

'জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন ও সম্প্রচার কমিশন অধ্যাদেশ'র খসড়া নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ । (জাগো এফএম: ১৪)

বাংলাদেশে প্রস্তাবিত এয়ারলাইন্স ভাড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন । (জাগো এফএম: ১৩)

টি-২০ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে খেলোয়াড়দের নাম, ছবি ও পরিচিতি ব্যবহারের অধিকার সংক্রান্ত 'স্কোয়াড অংশগ্রহণ শর্ত' নিয়ে আইসিসির সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থানে বিশ্ব ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন। (জাগো এফএম: ১৪)

নওগাঁর মহাদেবপুরে ডাম্প ট্রাকের চাপায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের যাত্রী ৫ আদিবাসী কৃষক নিহত হয়েছেন।
(জাগো এফএম: ১২)

বিবিসি

জাইমা রহমানকে সামনে এনে কী বার্তা দিচ্ছে বিএনপি

তারেক রহমানের পর তার কন্যা জাইমা রহমান এখন বিশেষ মনোযোগ পাচ্ছেন বিএনপিতে এবং দলটির পক্ষ থেকে তাকে ধীরে ধীরে সামনে আনা হচ্ছে বলে ধারণা করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকে। দলীয় কোনো পদে না থাকলেও, সাম্প্রতিক সময়ে পরিবারের সঙ্গে দেশে ফেরার পর থেকেই দলের ভেতরে ও বাইরে জাইমা রহমানের কার্যক্রম ঘিরে এক ধরনের আগ্রহ কিংবা কৌতূহলও তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে। যদিও এখন পর্যন্ত সীমিত কিছু অনুষ্ঠানেই যোগ দিয়েছেন তিনি। অনেকের ধারণা, জাইমা রহমানকে ধীরে ধীরে সামনে এনে বিএনপির নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা নিয়ে এক ধরনের বার্তা দেওয়া হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তিনিও দলীয় নেতৃত্বে আসবেন এটি ধরে নিয়েই তাকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। আবার কারও ধারণা, সংসদ নির্বাচনকে বিবেচনায় নিয়ে বিএনপির নীতি-নির্ধারকরা জাইমা রহমানকে বিভিন্ন কৌশলে সামনে আনছেন, যার মাধ্যমে 'তরুণ ও নারীদের' আকৃষ্ট করার একটি চেষ্টা থাকতে পারে।

বিশেষ করে, বাংলাদেশে ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ও অংশ নেওয়া তরুণ প্রজন্মকে মাথায় রেখেই বিএনপির দিক থেকে মিজ রহমানকে তুলে ধরা হচ্ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ। আবার নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীকে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করে তার বিপরীতে বিএনপি নারীদের কীভাবে উপস্থাপন করতে চায়, তারও একটি বহিঃপ্রকাশ জাইমা রহমানের মাধ্যমে করা হচ্ছে- এমন আলোচনাও আছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। যদিও এবারের নির্বাচনি প্রচারে বিএনপির প্রধান তারেক রহমানের সাথে মাঝে মধ্যে তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানকে কয়েকটি জায়গায় দেখা গেলেও, জাইমা রহমান এখনো নির্বাচনি প্রচার মঞ্চে ওঠেননি।

কতটা জানা যাচ্ছে জাইমা সম্পর্কে

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নাতনি হিসেবে তার সম্পর্কে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের, এমনকি সাধারণ মানুষের মধ্যেও আগ্রহ থাকার পরও বিএনপি কিংবা তার পরিবারের পক্ষ থেকে জাইমা রহমান সম্পর্কে কখনোই বিস্তারিত কোনো তথ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়নি। দলীয় সূত্রগুলো থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মিজ রহমান ১৯৯৫ সালের অক্টোবরে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল ঢাকার বারিধারায় একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। পরে লন্ডনে যাওয়ার পর তিনি ম্যারি মাউন্ট গার্লস স্কুল এবং এরপর কুইন ম্যারি ইউনিভার্সিটিতে আইনে পড়ালেখা করেন। পরে যুক্তরাজ্যেই ইনার টেম্পল থেকে বার-অ্যাট ল সম্পন্ন করেন তিনি। গত ২৩ ডিসেম্বর নিজের ফেসবুক পাতায় প্রকাশ করা এক লেখায় তিনি আইন পেশায় কাজ করারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "আইন পেশায় কাজ করার সময় কাছ থেকে দেখা মানুষগুলোর গল্প, আর সেই গল্পগুলোর যৌক্তিক এবং আইনগত সমাধান খোঁজার দায়িত্ব আমাকে আলোড়িত করে।"

এর আগে, বাংলাদেশে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ২০০৮ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে সপরিবারে লন্ডন চলে গিয়েছিলেন তারেক রহমান। সেই থেকে ১৭ বছর লন্ডনে থাকার পর গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানকে নিয়ে ঢাকায় ফিরেছেন তিনি। দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত সামাজিক মাধ্যমে খুব একটা সক্রিয় দেখা যায়নি জাইমাকে। এমনকি তার বাবা তারেক রহমান সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় থাকলেও, জাইমা রহমানের তাতে তেমন কোনো উপস্থিতি চোখে পড়েনি। বরং এখন তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পাতা যেটি রয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, পেজটি তৈরিই হয়েছে গত বছরের ২৪ নভেম্বর। ওই পাতায় তিনি নিজের পরিচয় দিচ্ছেন 'ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল, কমিউনিকেশনস স্ট্রাটেজিস্ট এবং করপোরেট ল'ইয়ার' হিসেবে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলো তার বিভিন্ন অনুষ্ঠান-গতিবিধি কাভারের পাশাপাশি, তার দেওয়া পোস্টগুলোও স্বতপ্রণোদিত হয়ে প্রচার করছে। এখন তিনি যে-সব কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন, সেগুলো সামাজিক মাধ্যমে বিএনপির দলীয় ভেরিফায়েড পাতাগুলো থেকে যেমন প্রচার হচ্ছে, তেমনি তিনি নিজেও তার ভেরিফায়েড পাতায় প্রকাশ করছেন।

দলীয় কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা

আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে এখনো কোনো পদ-পদবি নেই জাইমা রহমানের। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আলোচনায় এসেছিলেন গত বছরের নভেম্বরে প্রবাসীদের নিয়ে দলের একটি সভায় ভার্চুয়ালি যোগ দেওয়ার ঘটনায়। মূলত, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে প্রবাসী ভোটারদের বিষয়ে ওই সভাটি হয়েছিল। সভার বিষয়বস্তু বিএনপির দিক থেকে তখন প্রকাশ করা না হলেও, ওই সভার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে এসেছিল। ওই ভিডিওতে ধন্যবাদ জানিয়ে কথা বলতে দেখা যায় জাইমা রহমানকে, যা পরে দেশের সংবাদ মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছিল। এর আগে, ওই বছরের শুরুতে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তার বাবা তারেক রহমানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে যোগ দিয়ে আলোচনায় এসেছিলেন। জাইমা রহমান, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ওই অনুষ্ঠানে বিএনপির পক্ষ থেকে যোগ দিয়েছিলেন।

তবে দেশে ফেরার আগে গত ২৩ ডিসেম্বর তিনি তার ভেরিফায়েড পাতায় তার 'নিজের গল্প' প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, "চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের সময় এবং ৫ আগস্টের আগে-পরের সময়টাতে আমি যতটুকু পেরেছি, নেপথ্যে থেকে সাধ্যমতো ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি।" তিনি লিখেছেন, "দেশে ফিরে ইনশাল্লাহ, আমি দাদুর পাশে

থাকতে চাই। এই সময়টাতে আব্বুকে সর্বাত্মক সহায়তা করতে চাই। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে দেশের জন্য সর্বস্ব দিয়ে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে চাই।" তার দাদী সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গত ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকায় ফেরার পর গত ১৮ জানুয়ারি 'উইমেন শেপিং দ্য নেশন: পলিসি, পসিবিলিটি অ্যান্ড দ্য ফিউচার অব বাংলাদেশ' (নারীর হাতে জাতির নির্মাণ: নীতি, সম্ভাবনা ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ) শীর্ষক অনুষ্ঠানে তিনি প্রথমবারের মতো বক্তব্য দেন ও এ বিষয়ে প্রশ্নোত্তরে অংশ নেন। সেখানে তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন যে, এটিই তার এ ধরনের প্রথম কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া। এরপর ২৫ জানুয়ারি তিনি বিএনপি আয়োজিত 'আমার ভাবনায় বাংলাদেশ' শীর্ষক রিল-মেকিং প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সাথে তারেক রহমানের একান্ত আলাপ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ঢাকার গুলশানের একটি পার্কে ওই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছিল। সবশেষ ২৭ জানুয়ারি তিনি দৃক গ্যালারিতে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলেন এবং এ নিয়ে তিনি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে কিছু ছবিও শেয়ার করেছেন।

বিশ্লেষকরা যা বলছেন

জাইমা রহমানকে নিয়ে আলোচনায় অনেকেই বিশ্বজুড়ে বহু রাজনৈতিক দলে, বিশেষ করে উপমহাদেশের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের প্রসঙ্গটি তুলে আনছেন। বাংলাদেশেও বিএনপি ও আওয়ামী লীগে দীর্ঘকাল ধরেই নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পরিবারতন্ত্রই প্রাধান্য পেয়েছে বলে আলোচনা আছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখক মহিউদ্দিন আহমদ বলছেন, ভারতে জওহরলাল নেহেরু নিজেই ইন্দিরা গান্ধীকে রাজনীতিতে এনেছিলেন, তাছাড়া পাকিস্তানেও পারিবারিক রাজনীতির ইতিহাস আছে। "বাংলাদেশেও যারা বিএনপির রাজনীতি সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন, তারা এ পরিবারকে ঘিরেই রাজনীতি করেন এবং সে কারণেই মনে হচ্ছে জাইমা রহমানকে তার দল ও পরিবারের পক্ষ থেকে গ্রুমিং (প্রস্তুত) করা হচ্ছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। মি. আহমদ বলেন, "এখন জনপরিসরে বিভিন্নভাবে জাইমা রহমানকে আনা হচ্ছে। এর মাধ্যমে জনমনে দলটির নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা সম্পর্কেও ধারণা দেওয়ার একটি চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জনমনে ধারণা তৈরি হয়েছে।" আরেকজন বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান বলছেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে তরুণ, নারী এবং বিশেষভাবে জেন-জি হিসেবে যারা পরিচিত, তাদের আকৃষ্ট করতেই জাইমা রহমানকে সামনে আনা হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি। "এর মধ্যে হয়ত বিএনপির পরবর্তী নেতৃত্ব কে হবে বা নেতৃত্ব কোন দিকে যেতে পারে, তার একটা দিক-নির্দেশনা আছে। কিন্তু জাইমা রহমান-অবয়ব দিয়ে এই বার্তাও দেওয়া হচ্ছে যে, ধর্মান্ধতা বা মৌলবাদের উল্টো দিকে বিএনপি নারীদের কীভাবে দেখাতে চায়," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। মি. রহমান বলেন, বিএনপি শুরু থেকেই জাইমা রহমানকে যেভাবে তুলে ধরছে, তা হলো পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত একজন তরুণ নারী, যিনি পরিবারকে উপস্থাপন করেন ও নিজেকে নেতৃত্বের জন্য তৈরি করছেন। "তবে সময়ই বলে দেবে, তিনি নেতা হিসেবে নিজেকে কতটা প্রস্তুত করতে পারেন কিংবা আদৌ করেন কি-না," বলছিলেন বিশ্লেষক মজিবুর রহমান।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩১.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

তরুণ ভোট কোন বাক্সে, বিএনপি-জামায়াতের নানা কৌশল আর প্রতিশ্রুতি

বাংলাদেশে এবারের নির্বাচনে মোট ভোটারের প্রায় এক তৃতীয়াংশই তরুণ। জয়-পরাজয়ে তাদের ভোট একটা বড় ফ্যাক্টর বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীরও নজর তরুণদের ভোটে। সেই ভোট নিজেদের বাক্সে ফেলতে নানা কৌশল নিয়ে মাঠে নেমেছে দলগুলো। নতুন এই ভোটারদের মধ্যেও আগ্রহের কমতি নেই, তাদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে এমন ধারণা পাওয়া গেছে। দশ বছর আগে ভোটার হয়েছেন তুনাজ্জিনা জাহান। ভোটার হওয়ার পর আওয়ামী লীগের শাসনে দুটি একতরফা, বিতর্কিত নির্বাচন দেখেছেন মিজ জাহান; ভোটকেন্দ্রেই যাননি তিনি। এখন এই তরুণীর বয়স ২৮ বছর। বয়স অনেকটা এগিয়ে গেলেও এবার নতুন ভোটার হিসেবে ভোট দিতে পারবেন বলে মনে করছেন তিনি। প্রথম ভোট দেওয়ার অভিজ্ঞতা পাওয়ার অপেক্ষায় এখন তুনাজ্জিনা জাহান। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, যারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে ও দুর্নীতি বিরোধী অবস্থান নিবে, তাদের বাক্সেই ব্যালট ফেলবেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট ভোটারের সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি ৭৬ লাখ। এর মধ্যে জাতীয় যুবনীতি অনুযায়ী, ১৮ থেকে ৩৩ বছর বয়সি তরুণ ভোটার প্রায় ৪ কোটি ৩২ লাখ। অর্থাৎ মোট ভোটারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

এবারের নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে ভিন্ন। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে বিএনপি ও তাদের পুরোনো জোটসঙ্গী জামায়াতে ইসলামী। এ ছাড়া, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপিও রয়েছে ভোটের মাঠে। তারা অবশ্য জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোটে শরিক হয়েছে। রাজনীতির নতুন বিন্যাসে তরুণদের ভোট কোনদিকে যাবে, সেটা আগে থেকেই ধারণা করা যাচ্ছে না বলে বলছেন বিশ্লেষকরা। তবে তাদের ধারণা, তরুণ ভোটারদের সিদ্ধান্ত জয়-পরাজয়ের সমীকরণে প্রভাব ফেলবে।

কোন বাক্সে তরুণ ভোট

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদের মতে, বড় একটি অংশের তরুণ ভোটার গত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনি। ফলে অনেক তরুণের কাছেই এবারের নির্বাচন হতে যাচ্ছে প্রথম ভোটের অভিজ্ঞতা। এর সঙ্গে

যুক্ত হয়েছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে তরুণদের দৃশ্যমান ভূমিকা। বিশ্লেষকদের মতে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাস্তবতায় তরুণ ভোটাররা রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সেইসাথে তারা তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয়। এছাড়া, তারা দ্রুত মত বদলাতে সক্ষম এবং সামাজিক প্রভাবের দিক থেকেও আগের যে-কোনো সময়ের তুলনায় অনেক এগিয়ে। তাই এই তরুণরা কী সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাও আগেভাগে বলা যাচ্ছে না। তাদের মন বোঝা রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য সহজ হবে না বলেই ধারণা বিশ্লেষকদের। তারা বলছেন, মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র বা ইতিহাসের ভূমিকা অস্বীকার না করলেও, তরুণদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আগামীতে তাদের জীবনে কী পরিবর্তন আসবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ঋদ্ধি দাস জানান, "আমি অতীত দেখলে প্রার্থীর অতীত দেখবো। তারা আগে যে-সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেগুলো পূরণ করেছে কিনা। কথার সাথে কাজের মিল আছে কিনা। ভবিষ্যতে তারা আমাদের জন্য কী করবে, সেটাকেই আমি প্রাধান্য দিব।" মূলত, কর্মসংস্থান কীভাবে তৈরি হবে, শিক্ষা কতটা কর্মমুখী হবে, দক্ষতা কীভাবে বাড়বে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কতটা জবাবদিহিমূলক হবে, মতপ্রকাশ কতটা সুরক্ষিত থাকবে, সেইসাথে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, পরিবেশ, ন্যায়বিচার ও দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান- এই বিষয়গুলো তরুণদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিগত অবস্থান, সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের রূপরেখার দিকেই তরুণদের নজর থাকবে বলে মত বিশ্লেষকদের। মহিউদ্দিন আহমদ বলছেন, "তরুণদের সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে না। এর বাইরে যে তরুণ জনগোষ্ঠী আছে, তারাও হাওয়া বদলে দিতে পারে। তাই বলা মুশকিল, তরুণরা শেষ পর্যন্ত কাকে বেছে নেবে।"

শহর ও গ্রামের তরুণদের চালচিত্র

বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমে তরুণদের সরব উপস্থিতি রয়েছে। ফলে এবারের নির্বাচনে ডিজিটাল প্রচারকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক ও এক্সের মতো প্ল্যাটফর্মে তরুণরা দল ও প্রার্থীদের কর্মকাণ্ড ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন, মতামত জানাচ্ছেন এবং সমালোচনা করছেন। এবারে প্রথমবারের মতো ভোট দিতে আগ্রহী তুনাজ্জিনা জাহান বলেন, "আমরা এখন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একজন প্রথীর সবটা জানতে পারছি। তার পারসোনাল লাইফে কেমন, তার ওপর বিশ্বাস রাখা যায় কিনা। যে প্রার্থী তরুণদের চাওয়া পাওয়াকে প্রাধান্য দেবে, যার ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিন, আমি তাকেই ভোট দেবো। সে যে দলেরই হোক।" সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের বড় একটি অংশ শহরকেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামীণ ভোটারদের আচরণ ও সিদ্ধান্ত এখনো ভিন্ন বাস্তবতায় পরিচালিত হচ্ছে। সেখানকার তরুণ-তরুণীদের বড় অংশ পরিবারের প্রবীণ সদস্য, স্বামী, সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি বা সংগঠনের বেধে দেওয়া সিদ্ধান্তের পথেই চলেন। কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার বজরা ইউনিয়নের ২০ বছর বয়সি শারমিন আক্তার এবারই প্রথম ভোট দেবেন। কিন্তু কাকে ভোট দেবেন, সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি তিনি। তিনি বলেন, "ভোট কীভাবে দিতে হয়, আমি তো জানি না। কাকে ভোট দেওয়া লাগবে বলতে পারি না। দেখি আমার বাবা, মা কী বলে। দশজন যাকে ভোট দেবে, আমি তাকেই দেব।"

তরুণদের নিয়ে বিএনপির কৌশল

দীর্ঘ সময় পর নির্বাচনের মাঠে সক্রিয়ভাবে ফিরেছে বাংলাদেশের অন্যতম বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি। পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তরুণ ভোটারদের আকৃষ্ট করতে দলটি এবার গুরুত্ব দিচ্ছে ইতিবাচক রাজনীতি ও ভবিষ্যৎমুখী প্রতিশ্রুতির ওপর। গত ২৫ ডিসেম্বর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফেরার পর থেকেই বিএনপির রাজনৈতিক আচরণে একটি ভিন্নতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মিছিল-মিটিং করে জনভোগান্তি না বাড়ানো, প্রতিশোধ ও কটূক্তির রাজনীতি থেকে সরে এসে ইতিবাচক ও দায়িত্বশীল রাজনীতি করার কথা বলছে দলটি। তরুণ ভোটারদের টানতে বিএনপি স্লোগানও ঠিক করেছে, "তারুণ্যের প্রথম ভোট, ধানের শীষের পক্ষে হোক।" এই লক্ষ্য সামনে রেখে দলের শীর্ষ নেতারাও তরুণদের উদ্দেশ্যে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। যদিও এখনো আনুষ্ঠানিক নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করেনি বিএনপি। তবে দলটি ক্ষমতায় এলে ১৮ মাসের মধ্যে এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিক্ষিত বেকারদের জন্য এক বছরের ভাতা চালুর কথা জানিয়েছে। পাশাপাশি, আইটি পার্ক ব্যবহার করে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য অফিস স্পেস বরাদ্দ, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্রি ওয়াই-ফাই সুবিধা এবং ফ্রিল্যান্সার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের আয়ের অর্থ দেশে আনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধা দূর করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে দলটি। দক্ষ ও যোগ্য তরুণ প্রজন্ম গড়ে তুলতে তৃতীয় ভাষা শিক্ষা, বাস্তবমুখী ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা, শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা তৈরি এবং আউটসোর্সিংয়ের সুযোগ বাড়ানোর কথাও জানিয়েছে বিএনপি। তরুণদের কাছে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দিতে দলটি তাদের ভ্যারিফায়েড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মে নিয়মিত থিম সং, ফটো কার্ড, ভিডিও ও রিলস প্রকাশ করছে।

তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেন কোনোভাবেই অপপ্রচার, গুজব বা 'অপরাজনীতির' হাতিয়ার না হয়, সে বিষয়েই দলের মূল নজর বলে জানিয়েছেন বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন। তিনি বলেন, "সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার-প্রচারণায় বিএনপি কোনো অপতথ্য, অপপ্রচার বা চরিত্র হননের সঙ্গে থাকবে না। আমরা দায়িত্বশীল ও ইতিবাচক রাজনীতি করতে চাই। দলের ভালো দিক, নীতি ও পরিকল্পনাগুলো তুলে ধরাই বিএনপির লক্ষ্য। তরুণদের কাছে আমাদের বার্তা, আমরা প্রতিশোধের রাজনীতি নয়, বাস্তবসম্মত সংস্কার চাই।" রাজনৈতিক

বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমেদের মতে, বিএনপির দীর্ঘদিনের নিপীড়িত হওয়ার ইতিহাসও তরুণ ভোটারদের একটি অংশকে দলটির দিকে আকৃষ্ট করতে পারে।

তরুণদের উদ্দেশ্যে জামায়াতের প্রতিশ্রুতি

সাম্প্রতিক বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জামায়াত-শিবিরের প্রভাব দৃশ্যমান হয়েছে। দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় রাজনৈতিক চাপে থাকা জামায়াতে ইসলামী এবারের নির্বাচনকে তাদের রাজনৈতিক পুনরুত্থানের সুযোগ হিসেবে দেখছে। ভোটের প্রচারে জুলাইয়ের চেতনাকে প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করছে। দলের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে নিয়মিত কনটেন্ট আপলোড করে তরুণ ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে জামায়াত। জামায়াতে ইসলামী সম্প্রতি তাদের পলিসি ডায়ালগে তরুণদের জন্য দক্ষ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান কেন্দ্রিক বড় পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। যার মধ্যে রয়েছে পাঁচ বছরে এক কোটি তরুণকে প্রশিক্ষণ, 'ইয়ুথ টেক ল্যাব' গঠন, জেলা পর্যায়ে জব ইয়ুথ ব্যাংক গঠন, উদ্যোক্তা ও ফ্রিল্যান্সার গড়ে তোলা এবং স্বল্পশিক্ষিত যুবকদের জন্য উপযোগী স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করা। জামায়াতে ইসলাম মূলত কল্যাণমূলক রাজনীতির কথা বলে তরুণদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। তবে দলটির নারী নীতি এবং তাদের আদর্শিক অবস্থান নিয়ে তরুণদের একটি অংশের মধ্যে ভীতি ও প্রশ্ন রয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

এনসিপির বড় ভরসা তরুণদের ভোটে

এবারের নির্বাচনে প্রথমবারের অংশ নিতে যাচ্ছে নতুন দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলটির নেতৃত্ব ও প্রার্থীদের বড় অংশই তরুণ। ফলে তাদের প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তরুণদের প্রত্যাশা। নির্বাচনের মাঠে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরতে মাঠপর্যায়ের কর্মসূচির পাশাপাশি এনসিপি সোশ্যাল মিডিয়াকে অন্যতম প্রচার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে। ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স এবং টিকটকে ভিডিও কনটেন্ট, গ্রাফিকস ও লাইভ কার্যক্রম চালাচ্ছে দলটি। র‍্যাপ, ফোক ও আধুনিক সুরের মিশ্রণে থিম সং, শর্ট ভিডিও ও লাইভ কনটেন্ট ও রিলস প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জেন-জি প্রজন্মকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছেন তারা। এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মনিরা শারমিন বলেন, "আমরা গণভোটে 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে আর শাপলা কলি নিয়ে দুটো থিম সং করেছি। এই দুটো গান নিয়ে রিলস কম্পিটিশন করা হবে, যেন তরুণদের মুখে মুখে গানটা থাকে। আর ৩০টি আসনের প্রার্থীদের নিয়ে আলাদা ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণা চালানো হচ্ছে। যেন তরুণরা আমাদের বিষয়ে জানতে পারে।" এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ জানান, ইশতেহারে কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে, কর্মমূখী শিক্ষা, বেকার ভাতা, নিরাপত্তা এমন নানা বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হবে। তবে এবারের নির্বাচনে তরুণ ভোটাররা আর শুধু একটি ভোটব্যাংক নয়। তারা রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠেছেন বলে বিশ্লেষকেরা মনে করেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩১.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিদ্রোহীদের নিয়ে শেষ মুহূর্তে কী ভাবছে বিএনপি

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আর অল্প কয়েকদিন বাকি থাকলেও, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সক্রিয় থাকা নেতাদের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে রাজি করাতে পারেনি বিএনপি। দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে প্রার্থী হয়েছেন এমন অন্তত ৭১ জনকে বহিষ্কার করেও নির্বাচনি লড়াই থেকে বিরত রাখা যায়নি। বরং এসব স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বেশ কিছু জায়গায় দলের মনোনীত প্রার্থীদেরই ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছেন বলে দলের ভেতরেই আলোচনা আছে। কোনো কোনো এলাকায় দলের একাধিক নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন। আবার ভিন্ন দলের যে-সব নেতাকে বিএনপি দলীয়ভাবে সমর্থন দিয়েছে, তাদেরও অনেকে এসব স্বতন্ত্র প্রার্থীর কারণে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন। তাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যেই এসব নিয়ে ক্ষোভও প্রকাশ করছেন। আবার দলের মনোনয়ন চেয়ে পাননি, কিন্তু দলের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষেও দাঁড়াননি এমন নেতাদের নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। যদিও দলের শীর্ষ পর্যায়ের হস্তক্ষেপে তাদের কেউ কেউ শেষ মুহূর্তে এসে দলের প্রার্থীর পক্ষে সক্রিয় হতে শুরু করেছেন।

বিএনপির নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত কয়েকজন নেতা বলেছেন, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পর থেকেই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিষ্ক্রিয় করার তৎপরতা বন্ধ করে দিয়েছিল বিএনপি। তবে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব ও দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুর কবির রিজভী বিবিসি বাংলাকে বলছেন, দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে যারা নির্বাচন করছেন, তাদের বহিষ্কার করা হয়েছে এবং তিনি মনে করেন, এসব প্রার্থীদের কারণে বিএনপির কোনো সমস্যা হবে না। একজন বিশ্লেষক বলছেন, যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে বিদ্রোহী তকমা পেয়েছেন, তাদের মধ্যে যারা বিজয়ী হবেন, তারা বিএনপিতেই ফিরে আসা নিয়ে সংশয় নেই বলেই বিএনপির মধ্যে এ নিয়ে উদ্বেগ কম বলে মনে হচ্ছে।

এখনো কত বিদ্রোহী বিএনপিতে

বিএনপির দপ্তর বিভাগ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে যে-সব নেতা নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন, এমন অন্তত ৭১ জনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং অন্তত ৭৫টি সংসদীয় আসনে দলটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এমন নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। এখন তাদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া বাকি সবাই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ব্যাপক নির্বাচনি প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন, যা দলীয় প্রার্থীর জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে। আবার

দলীয় প্রার্থীর বিপক্ষে গিয়ে এসব স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় কয়েকশো নেতা-কর্মীকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে দলটি। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় যাদের বিএনপি বহিষ্কার করেছে, তাদের মধ্যে বেশ কিছু সাবেক সংসদ সদস্য এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রভাবশালী নেতা রয়েছেন। ফলে স্থানীয় পর্যায়ে দলের নেতা-কর্মীদের অনেকেই এসব স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষ নিয়ে দলের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। বিশেষ করে, এই নির্বাচনের জন্য বিএনপি সমমনা অন্য দলের যাদের সমর্থন দিয়েছে, তাদের বেশিরভাগই এ ধরনের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কারণে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জে পড়তে যাচ্ছেন বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দলীয় সূত্রগুলো বলছে, বিএনপির শীর্ষ পর্যায় থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে থাকা বেশ কিছু নেতার সাথে আলোচনা করা হলেও, তারা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে রাজি হননি। বরং তারা দলীয় হাইকমান্ডকে জানিয়েছেন যে, জিতলেও তারা শেষ পর্যন্ত বিএনপির সাথেই থাকবেন।

এখন তাহলে কী চিন্তা বিএনপির

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলছেন, এখন তারা (বিএনপি) মনে করছেন যে, যারা দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে নির্বাচন করছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, দলীয় প্রার্থীদের এতে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। "স্থানীয়ভাবে দলের নেতা-কর্মীরা এখন দলের মনোনীত কিংবা সমর্থিত প্রার্থীর পক্ষে কাজ করছেন। যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন, তারাই বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আশা করছি, নির্বাচনে তারই প্রতিফলন ঘটবে," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। বিএনপি নেতারা মুখে এমন কথা বললেও, বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন বলে আলোচনা আছে দলের ভেতরেই। কারণ দলটির কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী ইতোমধ্যেই নির্বাচনি সভা-সমাবেশের মাধ্যমে আলোচনায় এসেছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানা নির্বাচনি সমাবেশে প্রকাশ্যেই বলেছেন যে, কেন্দ্র (বিএনপি) থেকে ডেকে নিয়ে তাকে নির্বাচন না করার জন্য বলা হয়েছিল। তার আসনে বিএনপি সমর্থন দিয়েছে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতি জুনায়েদ আল হাবিবকে। আবার পটুয়াখালী-৩ আসনে গণঅধিকার পরিষদের নুরুল হক নুরকে বিএনপি সমর্থন দিলেও, সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন বিএনপির হাসান মামুন। এক সমাবেশে মি. নুর এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, হাসান মামুনকে দু-বার ডেকে নিয়ে আলোচনা করেছে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব, কিন্তু তিনি কথা শুনেননি।

বিএনপিতে যোগ দিয়ে ঝিনাইদহ-৪ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আছেন বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত সাইফুল ইসলাম ফিরোজ। মি. ফিরোজ নির্বাচনি সমাবেশে বলেছেন, তিনি জয়ী হয়ে আসনটি "তারেক রহমানকে উপহার দেবেন।" কিশোরগঞ্জ-১ আসনে জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি রেজাউল করিম খান চুন্নু এবং কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল প্রার্থী হওয়ায় দল থেকে তাদের বহিষ্কার করেছে বিএনপি। নাটোর-৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম আনুর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন জেলা শাখার বহিষ্কৃত যুগ্ম আহ্বায়ক দাউদার মাহমুদ। পাবনা-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিবের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া পিন্টু। শেরপুর-১ বিএনপির সানসিলা জেব্রিন প্রিয়াঙ্কার বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন দলের জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম মাসুদ। তাকেও বহিষ্কার করেছে বিএনপি। হবিগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী রেজা কিবরিয়ার বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন দলটির জেলা শাখার বহিষ্কৃত যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ সুজাত মিয়া।

এর বাইরে নড়াইল বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল এবং চান্দিনা উপজেলা বিএনপি সভাপতি আতিকুল আলম শাওনসহ ৫৯ জনকে প্রার্থী হওয়ায় দল থেকে গত ২১শে জানুয়ারি বহিষ্কার করা হয়েছিল। এই তালিকায় যাদের নাম ছিল, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সাবেক সংসদ সদস্যও আছেন। আবার মনোনয়ন পাননি কিন্তু নির্বাচনেও দাঁড়াননি, এমন কিছু নেতাকে নিয়েও দলের মনোনীত প্রার্থীর উদ্বেগ ছিল। ঢাকায় ববি হাজ্জাজকে দলে ভিড়িয়ে মনোনয়ন দেওয়া হলেও, ঢাকা-১৩ আসনে এর আগে দলটির প্রার্থী ছিলেন চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। তার ও তার সমর্থকদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করছেন মি. হাজ্জাজ। ঢাকা-১৫ আসনে সব সময় আলোচনায় থেকেও মনোনয়ন পাননি বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য মামুন হাসান। ফলে তার সমর্থকদের সক্রিয় করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে দলের মনোনীত প্রার্থী শফিকুল ইসলাম মিল্টনের জন্য।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান বলছেন, বিএনপির দিক থেকে শক্ত বার্তা যায়নি বলেই এত বিপুলসংখ্যক আসনে বিএনপি নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। "সব জায়গায় বিএনপি যোগ্য প্রার্থী দিতে পেরেছি কি-না, সেই প্রশ্ন আছে। কিছু এলাকায় জনপ্রিয় হিসেবে পরিচিত কিছু নেতাকে দলটি মনোনয়ন দেয়নি। আবার শরিক দলকে যেখানে সমর্থন দিয়েছেন, সেখানে দলের নেতাদের কনভিন্স করেনি। তারা হয়ত ভাবছে, সবাই তো বিএনপিরই," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩১.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

সোনার দামের রেকর্ড বৃদ্ধির তিনটি কারণ এবং যে কারণে দাম কমছে

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশসহ বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। বৈশ্বিক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বাড়তে থাকায় বিনিয়োগকারীরা ব্যাপকভাবে এই নিরাপদ বিনিয়োগমাধ্যমে টাকা ঢালছেন। সোমবার ধাতুটি

প্রথমবারের মতো আউন্সপ্রতি (৩১ দশমিক ১০৩ গ্রাম প্রায়) পাঁচ হাজার ডলারের সীমা অতিক্রম করে এবং অল্প সময়ের জন্য পাঁচ হাজার ৫০০ ডলারের ঘর ছুঁয়ে ফেলে। রুপা ও প্লাটিনামের দামও একইভাবে বেড়েছে। গত বৃহস্পতিবার প্রতিভরি সোনার দাম দাঁড়িয়েছিল ২ লাখ ৮৬ হাজার টাকা, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এক ভরি সমান ১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম। এরপর শুক্রবার ও শনিবার দুই দফায় প্রায় ভরিপ্রতি প্রায় ৩০ হাজার টাকা কমেছে দাম। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত মিললে এসব ধাতুর দাম দ্রুতই নেমেও আসে, যদিও গত বছরের এই সময়ের তুলনায় দাম এখনো অনেক উঁচুতে।

ট্রাম্পকে ঘিরে অনিশ্চয়তায় বদলাচ্ছে বিনিয়োগ প্রবণতা

যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য করতে আগ্রহী হলেও যে-সব দেশকে অনুকূল মনে করেন না, সেসব দেশের পণ্যের ওপর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে শুল্ক আরোপ করেছেন, তা বৈশ্বিক বাণিজ্যে অস্থিরতা তৈরি করেছে। যুক্তরাজ্যের আর্থিক সেবাদানীকারী কোম্পানি হারগ্রিভস ল্যান্সডাউনের প্রধান বিনিয়োগ কৌশলবিদ এমা ওয়াল বলেন, ট্রাম্পের এই বাণিজ্যনীতি বিনিয়োগকারীদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে, যা সোনার দামের উল্লম্ফনে ভূমিকা রাখছে। জানুয়ারিতে সোনা ও রুপার দাম রেকর্ড উচ্চতায় ওঠে, কিন্তু শেয়ারবাজার পড়ে যায়। কারণ বিনিয়োগকারীরা ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণ পরিকল্পনায় অনমনীয় থাকা আটটি ইউরোপীয় দেশের ওপর নতুন শুল্ক আরোপের হুমকিতে প্রতিক্রিয়া জানায়। ক্যাপিটাল ইকনমিক্সের অর্থনীতিবিদ হামাদ হোসেন বলেন, ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি ও আর্থিক নীতির ঝুঁকির বিপরীতে স্বর্ণকে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং এ কারণেই এই মূল্যবান ধাতুটি এখন 'আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে' রয়েছে।

যুদ্ধ ও গ্রিনল্যান্ডকে ঘিরে হুমকি অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে

ইউক্রেন ও গাজায় যুদ্ধ সামগ্রিক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আরও ঘনভূত করেছে। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে যুক্তরাষ্ট্রের আটক করার ঘটনা স্বর্ণের দামকে আরও উপরের স্তরে নিয়ে যায়। গ্রিনল্যান্ডকে ঘিরে ট্রাম্পের হুমকি বৈশ্বিক রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে এবং ডলারের প্রতি আস্থা কমে যায়। ফলে বিনিয়োগকারীরা অধিক নিরাপদ হিসেবে মূল্যবান ধাতুর দিকে ঝুঁকে পড়েন। ট্রাম্পের ক্ষমতাকালে ডলারের সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসে গত বসন্তে ঘোষিত তার তথাকথিত 'লিবারেশন ডে' শুল্কনীতির পর। এমা ওয়াল বলেন, "দুনিয়া যখন অস্থির হয়ে ওঠে, স্বর্ণ তখন তার স্বভাবসুলভ কাজটাই করে- বাণিজ্যিক উত্তেজনা, ভূ-রাজনৈতিক ফাটল এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মাঝে লাফিয়ে দাম বাড়ায়।" তিনি আরও বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও চীনের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা, এমনকি ওয়াশিংটনে সরকারি কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার আশঙ্কাও স্বর্ণের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়িয়েছে।"

কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর স্বর্ণ কেনা

ওয়াল বলেন, "বিনিয়োগকারী এবং বৈশ্বিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো... স্বর্ণকেই রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে প্রাধান্য দিচ্ছে। কারণ তারা বিশ্বাস করে, এতে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ভরতা থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখা যায়।" তিনি আরও যোগ করেন, "রাশিয়ার ডলারভিত্তিক সম্পদ ইউক্রেনের সমর্থক বৈশ্বিক শক্তিগুলোর দ্বারা বাজেয়াপ্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চয়ই কিছু দেশ লক্ষ্য করেছে এবং তারপর থেকেই তারা স্বর্ণকে তুলনামূলক নিরপেক্ষ রিজার্ভ হিসেবে বেশি আকর্ষণীয় মনে করছে।" হুসেইন বলেন, যদিও ২০২২ সালের পর থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো আগের তুলনায় এখনো বেশি স্বর্ণ কিনছে, ধারণা করা হয় যে, ২০২৫ সালে তাদের চাহিদা কিছুটা কমে এসেছে। অন্যান্য ক্রেতার মধ্যে রয়েছে চীন, যারা সবচেয়ে বড় স্বর্ণ ক্রেতা- যেখানে চাহিদা আসে ব্যক্তিগত গয়না ক্রেতা ও বিনিয়োগকারী উভয়ের কাছ থেকে। পশ্চিমা দেশগুলোতেও বাড়ছে স্বর্ণ কেনার প্রবণতা, বিশেষ করে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত স্বর্ণভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিনিয়োগের মাধ্যমে। হুসেইন আরও বলেন, বাজারে নতুন ক্রেতারাও বিপুল পরিমাণে স্বর্ণ কিনছে, যা সাম্প্রতিক নাটকীয় মূল্যবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি টেথারের কথা উল্লেখ করেন, যেদি একটি ডিজিটাল মুদ্রা কোম্পানি, যারা এত বেশি স্বর্ণ কিনেছে যে, তাদের মজুত এখন কিছু ছোট দেশের রিজার্ভকেও ছাড়িয়ে গেছে বলে জানা যায়।

সম্প্রতি স্বর্ণ ও রুপার দাম কেন কমেছে?

গত কয়েক দিনে স্বর্ণের দাম রেকর্ড উচ্চতায় উঠেছিল। এর একটি কারণ বা আশঙ্কা ছিল যে, ট্রাম্প এমন একজন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান নিয়োগ করতে পারেন, যিনি তার সুদের হার কমানোর দাবিতে নতি স্বীকার করবেন। এতে ডলারের দরপতন এবং মুদ্রাস্ফীতি বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এসব পরিস্থিতিতে স্বর্ণ কেনাকে সুরক্ষামূলক কৌশল হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু পরে যখন খবর আসে যে, প্রেসিডেন্ট কেভিন ওয়ার্শকে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যিনি অন্যান্য প্রার্থীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল বলে বিবেচিত, তখন স্বর্ণ, রুপা ও প্লাটিনামের দাম হঠাৎই কমে যায়। তবে চলমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, বিদ্যমান শুল্ক এবং ট্রাম্পের আরও শুল্ক আরোপের হুমকি, পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী সংঘাত- এসব কারণে মূল্যবান ধাতুর দাম এখনো গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি। ফলে 'নিরাপদ বিনিয়োগ' খুঁজতে থাকা বিনিয়োগকারীদের কাছে স্বর্ণ ও রুপার আকর্ষণ আগের চেয়ে আরও বেশি। স্বর্ণের সবচেয়ে বড় শক্তিগুলোর একটি হলো এর তুলনামূলক দুর্লভতা।

এবিসি রিফাইনারির বৈশ্বিক প্রাতিষ্ঠানিক বাজার প্রধান নিকোলাস ফ্রাপেল বিবিসিকে বলেন, "আপনি যখন স্বর্ণের মালিক হন, এটি কারও ঋণের ওপর নির্ভরশীল থাকে না, যেমন বন্ড বা শেয়ারে কোম্পানির পারফরম্যান্স এর মান ঠিক করে দেয়। অতি অনিশ্চিত সময়ে এটি অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম।" শুক্রবার স্বর্ণের দামের অস্থিরতা দেখিয়েছে- অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্যের মতোই এর দাম যেমন দ্রুত বাড়তে পারে, তেমনি দ্রুত কমেও যেতে পারে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৩১.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

২০২৫ সালে তাইওয়ানের অর্থনীতি ৮ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন, যা ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ

তাইওয়ান জানিয়েছে যে, মূল্যের ওঠানামা বাদ দিলে ২০২৫ সালে তাদের অর্থনীতি ৮.৬৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা গত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে সেমিকন্ডাক্টর এবং অন্যান্য পণ্য রপ্তানির দ্রুত বৃদ্ধিই হলো এই প্রবৃদ্ধির প্রধান কারণ। এক্সিকিউটিভ ইউয়ান বা মন্ত্রিসভা শুক্রবার, মোট দেশজ উৎপাদনের প্রাথমিক তথ্য প্রকাশ করে। ২০১০ সালে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের পর অর্থনীতি ১০ শতাংশের উপরে উন্নীত হয়েছিল। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সম্প্রসারিত হওয়ায় সেমিকন্ডাক্টরের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্রে মোট রপ্তানি সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা চীনে রপ্তানির পরিমাণকে ছাড়িয়ে গেছে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত ভোগের পরিমাণও শক্তিশালী ছিল, যা স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে।(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ৩১.০১.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

প্রবাসীদের দেওয়া ভোটের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পৌঁছালো দেশে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে প্রবাসীদের ১ লাখ ৪৪ হাজার ৮৬০টি পোস্টাল ব্যালট বাংলাদেশে পৌঁছেছে। শনিবার নির্বাচন কমিশন (ইসি) এই তথ্য জানায়। ইসি জানায়, বিদেশে অবস্থানরত ভোটারদের জন্য মোট ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছিল। এরমধ্যে তারা ৫ লাখ ১৮ হাজার ৩৪৫টি ব্যালট গ্রহণ করেছেন। ইসির তথ্য অনুযায়ী, ৪ লাখ ৫৮ হাজার ৫৯ জন প্রবাসী ভোট দিয়েছেন। ৪ লাখ ১০ হাজার ৯২৮ জন তাদের ব্যালট বিভিন্ন পোস্ট অফিসে জমা দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত সেই ব্যালটগুলোর মধ্যে ১ লাখ ৪৪ হাজার ৮৬০টি বা ৩১ শতাংশ দেশে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, আসন্ন সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে নির্ধারিত অ্যাপ ব্যবহার করে ১৫ লাখ ৩০ হাজারের বেশি ভোটার নিবন্ধন করেছেন।(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ৩১.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

সঠিক সরকার নির্বাচন করতে না পারলে উল্টো দিকে যেতে হবে : মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে "সঠিক সরকার নির্বাচন করতে না পারলে আবারও উল্টো দিকে যেতে হবে।" শনিবার দুপুরে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার দেবীগঞ্জ বাজার ও নীমবাড়িতে নির্বাচনি সভায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, ঠাকুরগাঁও-১ আসন থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মির্জা ফখরুল। বিএনপি মহাসচিব বলেন, "আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন আদায় করতে আমাদের খুবই কষ্ট করতে হয়েছে। ১৫ বছর আন্দোলন করতে হয়েছে। ৬০ লাখ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ২০ হাজার লোক প্রাণ দিয়েছেন। ১ হাজার ৭০০ জন গুম হয়েছেন। চব্বিশের জুলাই-আগস্টে প্রায় দুই হাজার ছাত্র-জনতাকে জীবন দিতে হয়েছে। তারপর নির্বাচনটা পেয়েছি। তাই এই নির্বাচনকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। এই নির্বাচনে সঠিক সরকার নির্বাচন করতে না পারলে, আবার উল্টো দিকে চলে যেতে হবে।" তিনি আরো বলেন, "আমরা একটা শান্তির বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই। যেখানে হিন্দু-মুসলমানের কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। যারা ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে চায়, তারা দেশের ক্ষতি করতে চায়। আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমরা যদি সবাই একসঙ্গে এগিয়ে যাই, আমাদের কেউ আটকাতে পারবে? হিন্দু-মুসলমান ভাগ করলে কি আমরা এগোতে পারবো?" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ৩১.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

নির্বাচিত হলে ঐক্যের সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি জামায়াত আমিরের

ভোটে নির্বাচিত হলে 'ঐক্যের সরকার গঠনের' প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। শনিবার কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার এইচ জে সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. শফিকুর রহমান এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, "আমরা কথা দিচ্ছি, আগামীতে ঐক্যের সরকার গঠিত হবে। এমনকি এখন যারা আমাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, আল্লাহতাআলা যদি আমাদের সফলতা দেন, বিজয়ী হয়েই আমরা তাদেরও বলবো, আসেন আপনারাও অবদান রাখেন।" বক্তব্যে চাঁদাবাজি ও দুর্নীতির 'গোড়া কেটে দেওয়ার' প্রত্যয় ব্যক্ত করেন জামায়াতের আমীর। বলেন, "যারা দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি করেন, তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ, আমরা এমন সমাজ গড়তে চাই, যেখানে প্রত্যেক নাগরিক তার জীবন, সম্পদ ও ইজ্জতের নিরাপত্তা ভোগ করবে। হালাল রুজি দিয়ে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকবে।"
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ৩১.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জানুয়ারিতে মব-গণপিটুনিতে নিহত বেড়েছে দ্বিগুণ : এমএসএফ

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে গণপিটুনি বা মব সন্ত্রাসে নিহতের সংখ্যা ডিসেম্বর মাসের তুলনায় দ্বিগুণ বেড়েছে বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ। সেইসাথে অজ্ঞাতনামা লাশের সংখ্যাও বেড়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। শনিবার এমএসএফের দেওয়া জানুয়ারি মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনে এমন চিত্র উঠে এসেছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং নিজেদের অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে মানবাধিকার প্রতিবেদন তৈরি করে এমএসএফ। মব সন্ত্রাসে মানুষ হত্যার ঘটনা অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বেড়েছে উল্লেখ করে এমএসএফের প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে মব বা গণপিটুনির ২৮টি ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় নিহত হয়েছেন ২১ জন। গত ডিসেম্বরে এ ধরনের ২৪টি ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন ১০ জন। সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি জানুয়ারি মাসে ৫৭টি অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার হয়েছে। ডিসেম্বরে এ সংখ্যা ছিল ৪৮। এমএসএফ বলেছে, গত ডিসেম্বরে কারা হেফাজতে নয়জন মারা গেলেও, এ মাসে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৫।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ৩১.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

আগামী দিনের রাজনীতি হবে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের : তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, আগামী দিনের রাজনীতি হবে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের। আগামী দিনের রাজনীতি হবে দেশের উন্নয়নের। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় টাঙ্গাইল উপজেলার দরুন চরজানা বাইপাস এলাকায় নির্বাচনি জনসভায় তিনি এ কথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, এ দেশ কোনো দলের না, কারো ব্যক্তিগত না। এই দেশ লাখো কোটি মানুষের। এদেশের মালিক এই দেশের জনগণ। কাজেই সবার আগে বাংলাদেশ। জনসভায় তিনি আরও বলেন, ২০০৮ সালে বাক্সের ম্যাজিক দেখানো হয়েছিল। রেজাল্ট পাল্টে দেওয়া হয়েছিল। এবার যাতে রেজাল্ট পাল্টাতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, এখনো কোনো কোনো মহল চেষ্টা করছে, কীভাবে ভোটকে বাধাগ্রস্ত করা যায়। তাদের বিভিন্ন লোকজন দিয়ে মা-বোনদের এনআইডি ও বিকাশ নেওয়ার চেষ্টা করছে। এভাবে তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

বিএনপি ছাড়া দেশ পরিচালনা করার মতো অভিজ্ঞ কোনো দল নেই : তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বিএনপি ছাড়া এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারে- এমন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনো দল নেই। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে সিরাজগঞ্জ বিসিক শিল্প পার্ক এলাকায় এক নির্বাচনি জনসভায় তিনি এ কথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, যেন কোনো ষড়যন্ত্র করে কেউ আবার এই ভোটের অধিকার কেড়ে নিতে না পারে। এই মুহূর্তে বিএনপি একমাত্র রাজনৈতিক দল, যেই দলের অভিজ্ঞতা আছে- কীভাবে দেশকে সুন্দরভাবে সামনের দিকে পরিচালিত করতে হয়। তিনি বলেন, মানুষ তার ওপরই ভরসা করে, যার অভিজ্ঞতা আছে। মানুষ তার ওপরেই ভরসা করে, যার ওপরে ভরসা করা যেতে পারে। মানুষ তার ওপরেই ভরসা করে, যে মানুষকে বিপদের সময় ফেলে রেখে চলে যায়নি। এসব গুণ একমাত্র বিএনপির ভেতরেই আছে। তারেক রহমান বলেন, আজকে যদি আমাদেরকে দেশ গড়তে হয়, আজ যদি ২০ কোটি মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হয়, তাহলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

কোনো মুনাফিক গোষ্ঠী বাংলাদেশ শাসন করতে পারবে না : মামুনুল হক

কোনো মুনাফিক গোষ্ঠী বাংলাদেশ শাসন করতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের আমির মামুনুল হক। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে নির্বাচনি সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য স্থানীয় এইচজে সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এ সমাবেশের আয়োজন করে। মামুনুল হক বলেন, বাংলাদেশের দুটি প্রথাগত রাজপরিবারের হাতে দেশের মানুষ আর তাদের ভাগ্য বন্ধক দিতে রাজি নয়। একটি দল গণভোটে প্রকাশ্যে 'হ্যাঁ' ভোটের কথা বললেও, গোপনে 'না'-এর জন্য প্রচারণা চালায় দাবি করে মামুনুল হক বলেন, "কেউ প্রকাশ্যে এক কথা আর গোপনে আরেক কথা বললে তাকে কী বলা যায়? আর কোনো মুনাফিক গোষ্ঠী বাংলাদেশ শাসন করতে পারবে না। বাংলার মানুষ আর তাদের মেনে নেবে না।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচনে আসছে ৩৩০ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণে ৩৩০ জন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক আসার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান। এর মধ্যে ছয়টি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি) কমপক্ষে ৬৩ জন পর্যবেক্ষক পাঠাতে সম্মত হয়েছে। এছাড়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), ১৬টি দেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ৩২ জন পর্যবেক্ষক যোগ দেবেন। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত

নিশ্চিত আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩০ জনে। আসন্ন নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের এই সংখ্যা ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বিতর্কিত সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। ওই নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। এর আগে, ১২তম, ১১তম ও ১০তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫৮, ১২৫ এবং মাত্র চারজন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

কোনো দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার আর দেখতে চাই না : জামায়াত আমির

জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, দেশের মানুষ একটা পরিবর্তন চায় এবং ১৩ তারিখ থেকে মানুষ পরিবর্তন দেখতে চাচ্ছে। ১৩ তারিখ যে পরিবর্তনটা আসবে, এটি আসবে যুব সমাজের ওপর ভর করে, আমাদের মায়েদের নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষার ওপর ভর করে, গোটা দেশের ইজ্জতের ওপর ভর করে। আমরা আর কোনো আধিপত্যবাদকে মানবো না, কোনো ফ্যাসিবাদ দেখতে চাই না। আমরা আর কোনো দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার এ দেশে দেখতে চাই না। আমরা একটি মানবিক বাংলাদেশ দেখতে চাই। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা জামায়াত আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

প্রতিশ্রুতি নয়, স্বচ্ছ নীতি ও বাস্তবসম্মত রোডম্যাপ চান ব্যবসায়ীরা

দেশবাসীর বহুল প্রত্যাশিত অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষা পূরণে অবশেষে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দেশের জনগণ আগামী পাঁচ বছরের জন্য নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনে ভোট দিতে যাচ্ছেন, যেখানে ব্যবসায়ী ও সাধারণ ভোটাররা আশা করছেন নতুন নেতৃত্ব একটি উন্নত ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা উপহার দেবে। ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে পতন হয় আওয়ামী লীগের। এরপর থেকে দেশ চালাচ্ছে শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। এই সরকারের নেতৃত্বে দেশ নানা সংস্কার ও পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে গেছে। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির ফলে ব্যবসায়ী সমাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য পতন লক্ষ্য করা গেছে। এই অবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো যখন নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করছে, ব্যবসায়ীরা তাদের প্রত্যাশা ও দাবিগুলো প্রতিফলিত করার আহ্বান জানাচ্ছেন, যাতে ব্যবসায়িক আস্থা পুনরুদ্ধার করা যায়। ব্যবসায়ীরা চাইছেন, নির্বাচনি ইশতেহারে কেবল সাধারণ প্রতিশ্রুতি নয়, বরং একটি বাস্তবসম্মত ও সুস্পষ্ট রোডম্যাপ থাকা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

‘নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে মরণাস্ত্র ব্যবহার করবে না বিজিবি’

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কোনো ধরনের লেথাল ওয়েপন (মরণাস্ত্র) ব্যবহার করবে না। বিজিবির ঢাকা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এস এম আবুল এহসান এ তথ্য জানিয়েছেন। একইসঙ্গে দেশের ৪ হাজার ৪২৭ কিলোমিটার সীমান্ত সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রেখেই নির্বাচনে সারা দেশে ৩৭ হাজারেরও অধিক বিজিবি সদস্য মোতায়েন থাকবে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি কুইক রেসপন্স ফোর্স এবং বিজিবি হেলিকপ্টার ইউনিট সর্বদা প্রস্তুত থাকবে বলে জানানো হয়। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রাজধানীর মিরপুরে জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান তিনি। নির্বাচনকালীন রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিজিবির প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

প্রিজাইডিং কর্মকর্তাদের নিয়ে বিএনপির গোপন বৈঠক, জরিমানা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট উপজেলায় বিএনপিপন্থি এক সরকারি কর্মচারীকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত মো. এরফান আলী ঢাকা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কর্মচারী ও ভোলাহাট উপজেলার বীরেশ্বরপুর গ্রামের বাসিন্দা। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার বীরেশ্বরপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন ভোলাহাট উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শামীম হোসেন। ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, মো. এরফান আলী তার নিজ বাসভবনে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও সম্ভাব্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারদের নিয়ে একটি গোপন বৈঠকের আয়োজন করেন। বৈঠকটি শিক্ষক সমিতির সভা হিসেবে আয়োজন করা হলেও, সেখানে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মো. আমিনুল ইসলামকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যদিও তিনি ওই সভায় উপস্থিত হননি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

আমরা রাজনীতি করি মানুষের কল্যাণ ও শান্তির জন্য : মির্জা ফখরুল

মানুষের কল্যাণ ও দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই বিএনপি রাজনীতি করে বলে মন্তব্য করেছেন দলের মহাসচিব ও ঠাকুরগাঁও-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আকচা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মুন্সীপাড়ায় আয়োজিত এক নির্বাচনি পথসভায় তিনি এসব কথা

বলেন। পথসভায় মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা রাজনীতি করি মানুষের কল্যাণের জন্য, শান্তির জন্য। দীর্ঘ দুর্দিন পার করে আজ দেশের মানুষ সুদিনের পথে এগিয়ে আসছে। তিনি বলেন, বিগত ১৭ বছর ধরে দেশের মানুষ ফ্যাসিস্ট শাসনের নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। সেই অন্ধকার সময় পেরিয়ে এখন জনগণের হাতে আবার দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ এসেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

শত বছরের পুরোনো টিনের জরাজীর্ণ ঘরে চলছে দেড় লাখ মানুষের চিকিৎসা

খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার প্রায় দেড় লাখ মানুষের একমাত্র সরকারি চিকিৎসাস্থল ১০ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি এখন নিজেই 'রুগ্ন' হয়ে পড়েছে। শত বছরের পুরোনো জরাজীর্ণ অবকাঠামো, তীব্র জনবল সংকট আর আধুনিক সরঞ্জামের অভাবে এখানে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। পরিস্থিতির উত্তরণে ছয় বছর আগে ৫০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও, আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তা আজও আলোর মুখ দেখেনি। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ১৯২৪ সালে একটি ছোট ডিসপেনসারি হিসেবে যাত্রা শুরু করা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। পরে ১৯৮০ সালে ১০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে হাসপাতালটি ৫০ শয্যায় উন্নীত করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তবে নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও, প্রায় ১১ ভাগ নির্মাণকাজ এখনো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ পুরোনো ভবনেই বহির্বিভাগ ও জরুরি সেবা চালাতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

নওগাঁয় ডাম্প ট্রাকের চাপায় ৫ আদিবাসী কৃষক নিহত

নওগাঁর মহাদেবপুরে ডাম্প ট্রাকের চাপায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের যাত্রী ৫ আদিবাসী কৃষক নিহত হয়েছেন। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৪টায় উপজেলার মহাদেবপুর-পত্মীতলা আঞ্চলিক সড়কের শিবপুর পাটকাঠি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- মৃত কোকো পাহানের ছেলে বীরেন পাহান (৩৫), মৃত নরেন পাহানের ছেলে উজ্জল পাহান (৩৮), ঝটু পাহানের ছেলে বিপুল পাহান (২৫), মৃত মাংরা উড়াওয়ের ছেলে সঞ্জু উড়াও (৪৫) এবং ঝটু পাহানের ছেলে বিপ্লব পাহান (২২)। তারা প্রত্যেকে উপজেলার এনায়েতপুর ইউনিয়নের নূরপূর এলাকার বাসিন্দা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

'জুলাই যোদ্ধা' গেজেট থেকে বাতিল আরও ১২ জন

'জুলাই যোদ্ধা' হিসেবে গেজেটভুক্ত আরও ১২ জনের নাম বাতিল করেছে সরকার। মিথ্যা তথ্য দিয়ে তালিকাভুক্ত হওয়ায় তারা বাদ পড়েছেন বলে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এরপর তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর ১১(৪) ধারা এবং রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬-এর সিডিউল-১ অনুযায়ী দেওয়া ক্ষমতাবলে এ গেজেট বাতিল করা হয়েছে। বাতিল হওয়া ব্যক্তিরা 'জুলাই যোদ্ধা' ক্যাটাগরি 'গ'-এর আওতাভুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে রংপুর বিভাগের দিনাজপুর জেলার পাঁচজন এবং চট্টগ্রাম বিভাগের চাঁদপুর জেলার সাতজন রয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

গালফ ফুড ফেয়ারে ৫৫ লাখ ডলারের রপ্তানি আদেশ পেল 'প্রাণ'

বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ খাদ্যপণ্যের মেলা গালফ ফুড ফেয়ারে ক্রেতাদের ব্যাপক সাড়া পেয়েছে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় খাদ্যপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান 'প্রাণ'। বিশেষ করে, এবারের মেলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাণ-এর বিস্কুট, নুডলস, বেভারেজ ও কনফেকশনারি পণ্যের ক্রয়াদেশ বেশি এসেছে। মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাণ প্রায় ৫৫ লাখ ডলার (৫.৫ মিলিয়ন) রপ্তানি আদেশ পেয়েছে। এসব ক্রয়াদেশ এসেছে আমেরিকা, চীন, সৌদি আরব, ইরাক, সিরিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, সোমালিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে শুরু হওয়া পাঁচ দিনব্যাপী গালফ ফুড ফেয়ার-২০২৬ শেষ হয়েছে ৩০ জানুয়ারি। এ বছর মেলায় বিশ্বের ১৯৫ দেশ থেকে আট হাজারের বেশি স্টলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য প্রদর্শন করে। প্রাণ গ্রুপ মেলায় প্রায় ৫০০ ধরনের খাদ্যপণ্য প্রদর্শন করে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

১ লাখ ৪০ হাজার প্রবাসীর পোস্টাল ব্যালট দেশে এলো

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দিতে 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী প্রবাসীরা দেশে ব্যালট পাঠানো শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৩৯ হাজার ৭৬৩ জন প্রবাসীর ব্যালট বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে বলে জানা গেছে। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাতে প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক 'ওসিভি-এসডিআই' প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান এ তথ্য জানান। তিনি জানান, শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত প্রবাসীদের ঠিকানায় মোট ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট পেপার পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৫ লাখ ১৬ হাজার ৭ জন প্রবাসী ভোটার তাদের ব্যালট গ্রহণ করেছেন এবং ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৫৮৭ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ভোট দেওয়ার পর ৪ লাখ ৬ হাজার ৫৬৪ জন প্রবাসী ভোটার সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিস বা ডাক বাক্সে তাদের ব্যালট জমা দিয়েছেন। প্রবাসীদের পাশাপাশি, দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত ভোটারদের মধ্যেও পোস্টাল ব্যালট বিতরণ করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

পদত্যাগের ২০ দিন পরই সরকারি বাসা ছেড়েছি : আসিফ মাহমুদ

পদত্যাগের পরও মিডিয়া ট্রায়ালের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। এছাড়া, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী দুই মাস সরকারি বাসায় থাকার সুযোগ থাকলেও, তিনি গত বছরই পদত্যাগের মাত্র ২০ দিন পর বাসা ছেড়ে দিয়েছেন বলে জানান। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দিনগত রাত ১টা ৪ মিনিটে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ অভিযোগ করেন তিনি। ফেসবুক পোস্টে আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া লেখেন, "সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, ২ মাস থাকা গেলেও পদত্যাগের ২০ দিন পরে গত বছরই বাসা ছেড়েছি। অথচ এটা নিয়েও মিডিয়া ট্রায়ালের শিকার হলাম।" এনসিপির মুখপাত্র আরও লেখেন, "আমার পলিটিক্যাল আর্গুমেন্টের পাল্টা আর্গুমেন্ট দেন সৎ সাহস থাকলে। আপনাদের দখলে মিডিয়া আছে বলেই রাজনৈতিক জবাবের বদলে ব্যক্তিগত আক্রমণ করাটা অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং হীনমন্যতার পরিচয়।" ওই পোস্টে বাসা ছেড়ে দেওয়া ও বাসায় থাকা আসবাবের একটা তালিকাও যুক্ত করেন সাবেক এ উপদেষ্টা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

রিকুইজিশন করা আন্তঃজেলা রুটের বাস ছেড়ে দেওয়ার দাবি মালিকদের

আন্তঃজেলা রুটের যে-সব বাস রিকুইজিশন করা হয়েছে, তা অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতি। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রাজধানীর কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউতে সমিতির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের মহাসচিব সাইফুল আলম। তিনি বলেন, "রিকুইজিশন করা বাসগুলোর জন্য মালিক কত টাকা পাবেন এবং শ্রমিকদের বেতন ও তেলের জন্য কত টাকা দেওয়া হবে- নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে এখনো কোনো মালিক এবং আমাদের সংগঠনকে তা জানানো হয়নি। এ নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি অবশ্যই মালিক সংগঠন এবং সাধারণ মালিক-শ্রমিকদের অবহিত করা প্রয়োজন। টাকা কোন সংস্থার কাছ থেকে মালিক-শ্রমিকরা পাবে, সুনির্দিষ্টভাবে এখনো জানানো হয়নি। অনতিবিলম্বে আমাদের তা সুনির্দিষ্টভাবে জানাতে হবে।" নির্বাচন ঘিরে মোট পাঁচদিন সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে জানিয়ে সাইফুল আলম বলেন, "ওই ছুটিতে ভোটাররা তাদের স্ব স্ব গন্তব্যে ভোট দিতে যাবেন। আবার নির্বাচনের পরদিন ফিরবেন। এ কারণে যাতায়াতে ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হবে। কিন্তু আন্তঃজেলা রুটে চলাচলরত গাড়ি ব্যাপক হারে রিকুইজিশন করা হচ্ছে। যদি তা চলমান থাকে, তাহলে নির্বাচনের পূর্বে ও পরে বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার ক্ষেত্রে যাত্রীদের আন্তঃজেলা বাসের সংকট দেখা দেবে।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

এয়ারলাইন্সের ভাড়া নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশকে সতর্ক আয়াটার

বাংলাদেশে প্রস্তাবিত এয়ারলাইন্স ভাড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইএটিএ-আয়াটা)। সংস্থাটি সতর্ক করে জানায়, ভাড়া নিয়ন্ত্রণ চালু হলে যাত্রীদের পছন্দ, আকাশযাত্রা, এমনকি সামগ্রিক অর্থনীতিতেও অনাকাঙ্ক্ষিত নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। সম্প্রতি বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসরিন জাহানের কাছে এক আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠিয়ে প্রস্তাবিত 'বেসামরিক বিমান চলাচল (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৬' নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আয়াটা। ওই চিঠিতে আয়াটা উল্লেখ করে, অধ্যাদেশের ৪৩-এ ধারা অনুযায়ী, এয়ারলাইন্স ভাড়া নিয়ন্ত্রণের যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, তা মুক্তবাজার অর্থনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

বাণিজ্য মেলায় ২২৪ কোটি টাকার রপ্তানি আদেশ, বিক্রি ৩৯৩ কোটি

এবারের ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ২২৪.২৬ কোটি টাকার রপ্তানি আদেশ পাওয়া গেছে। মাসব্যাপী এ মেলায় প্রায় ৩৯৩ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি হয়েছে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার সমাপনী ঘোষণা করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষায় এবারের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ

দেশের ভাবমূর্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে ঝালকাঠির জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এক সভায় তিনি এমন মন্তব্য করেন। এদিন জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সেল এবং ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিমের সঙ্গে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় মো. সানাউল্লাহ বলেন, একটি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিজেদের পেশাদারিত্ব প্রমাণের আহ্বান নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে পেশাদারিত্ব, সততা ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান নির্বাচন কমিশনার। তিনি কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনো অভিযোগ সহ্য করা হবে না। দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় এই নির্বাচন একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশ ইস্যুর রেশ না কাটতেই টি-২০ বিশ্বকাপ নিয়ে নতুন বিতর্কে আইসিসি

নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশ ভারতের মাটিতে গিয়ে খেলবে না, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর টাইগারদের বিশ্বকাপ থেকেই বাদ দিয়ে দেয় আইসিসি। পরিবর্তে বিশ্বকাপে নেয় তারা স্কটল্যান্ডকে। এ নিয়ে আইসিসি তুমুল সমালোচনার শিকার। এবার বাংলাদেশ ইস্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই টি-২০ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নতুন বিতর্কে জড়িয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। এবারে খেলোয়াড়দের নাম, ছবি ও পরিচিতি ব্যবহারের অধিকার (নেম, ইমেজ অ্যান্ড লাইকলি-এনআইএল) সংক্রান্ত 'স্কোয়াড অংশগ্রহণ শর্ত' নিয়ে আইসিসির সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থানে বিশ্ব ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউসিএ)। ইএসপিএনক্রিকইনফোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডব্লিউসিএর অভিযোগ, আইসিসি খেলোয়াড়দের কাছে যে 'স্কোয়াড অংশগ্রহণ শর্ত' পাঠিয়েছে, তা ২০২৪ সালে দুই পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং নতুন সংস্করণটি আগের চুক্তির তুলনায় বেশি 'শোষণমূলক'। এ বিষয়ে ডব্লিউসিএ আইসিসিকে লিখিতভাবে জানালেও, বৈশ্বিক ক্রিকেট সংস্থাটি এ অভিযোগ মানতে নারাজ। আইসিসির দাবি, ২০২৪ সালের চুক্তিটি কেবল আটটি সদস্য বোর্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল এবং আসন্ন বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া অন্য দলগুলোর জন্য তা বাধ্যতামূলক নয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করলে বিপদে পড়বে বিএনপি : আসিফ মাহমুদ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া বলেছেন, বিএনপি যদি আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করে, তবে তারা আবারও বিপদের মুখে পড়বে। তিনি সতর্ক করে বলেন, এমন পদক্ষেপ দেশকে একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার রহিম উদ্দিন ডিগ্রি কলেজ মাঠে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত এক জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আসিফ মাহমুদ বলেন, আগামী দিনে দেশে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ রোধ করতে হলে আসন্ন গণভোটে সবাইকে 'হ্যাঁ' ভোট দিতে হবে। গণভোটের মাধ্যমেই জনগণের প্রকৃত জনমতের প্রতিফলন ঘটবে। রাজনৈতিক কারণে দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে পড়া বগুড়া জেলার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

জাতীয় গণমাধ্যম-সম্প্রচার কমিশন অধ্যাদেশের খসড়া নিয়ে টিআইবির হতাশা

'জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন ও সম্প্রচার কমিশন অধ্যাদেশের খসড়া নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটি বলছে, বাংলাদেশে মুক্ত গণমাধ্যম ও স্বাধীন সম্প্রচার বিকাশে একটি অভিন্ন স্বাধীন ও কার্যকর গণমাধ্যম কমিশনের দাবি দীর্ঘদিনের, যার প্রতিফলন ছিল গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনেও। প্রতিবেদন হস্তান্তরের দীর্ঘ ১০ মাসের অধিক সময় ধরে এর সুপারিশ বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকা অন্তর্বর্তী সরকার তার মেয়াদের শেষ মুহূর্তে এসে কমিশনের নামে দুটি নতুন সরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন ও সম্প্রচার কমিশন অধ্যাদেশ শীর্ষক যে দুটি খসড়া প্রকাশ করেছে, তার প্রতি গভীর হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে টিআইবি। জনপ্রত্যাশা ও গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশের বিপরীতে গিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ খাতের অধিকতর নিয়ন্ত্রণের জন্য খসড়া দুটি প্রণয়ন করা এবং মাত্র তিনদিন সময় দিয়ে মতামত চাওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের বিদায়ী পরিহাস বলে মনে করে টিআইবি। একইসঙ্গে, শুরু থেকে প্রায় সব ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের নিরবচ্ছিন্ন গোপনীয়তার চর্চা ও রাষ্ট্র সংস্কারের নামে সরকারের একাংশের সংস্কার পরিপন্থি অন্তর্ঘাতমূলক অপতৎপরতার উদাহরণ হিসেবেও এটিকে উল্লেখ করছে সংস্থাটি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

ঢাবিতে ২,৮৪১ কোটি টাকার মেগা প্রকল্প উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ২ হাজার ৮৪১ কোটি টাকার মেগা প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এ প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া, গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে দায়িত্ব নেওয়ার পর গত দেড় বছরে ঢাবি কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রম ও অর্জন প্রকাশ করা হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, সব হলের প্রভোস্ট এবং ডাকসু ও হল সংসদ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলো আরও ৫৮ হাজার টন গম

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও ৫৮ হাজার ৩৫৯ মেট্রিক টন গম নিয়ে একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে নগদ ক্রয় চুক্তি জি-টু-জি-০২ এর অধীনে এসব গম নিয়ে এমভি ডব্লিউএফ আরটেমিস নামক জাহাজটি বন্দরে এসেছে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) খাদ্য মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এরই মধ্যে সরকার-টু-সরকার (জি-টু-জি) ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি কার্যক্রম শুরু করছে। জি-টু-জি-০২ চুক্তির আওতায় মোট ২

লাখ ২০ হাজার মেট্রিক টন গম আমদানি করা হবে, যার তৃতীয় চালান হিসেবে ৫৮ হাজার ৩৫৯ মেট্রিক টন গম নিয়ে জাহাজটি এখন চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে অবস্থান করছে। আর আগে প্রথম ও দ্বিতীয় চালানে মোট ১ লাখ ১৪ হাজার ৯৩ মেট্রিক টন গম দেশে এসেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

চমেক হাসপাতালে কারাবন্দি আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতি আব্দুর রহমান মিয়া (৭০) চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে মারা গেছেন। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। আব্দুর রহমান ২৪ নম্বর ওয়ার্ড দক্ষিণ আগ্রাবাদ আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন বলে জানা গেছে। কারা সূত্র জানায়, কোতোয়ালি থানার একটি মামলায় হাজতি হিসেবে আটক আব্দুর রহমান মিয়া দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারসহ একাধিক জটিল রোগে ভুগছিলেন। অসুস্থতার কারণে তাকে কয়েক দফায় চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা গেছে, আব্দুর রহমান মিয়া গত বছরের ১৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে যান। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ২৪ ডিসেম্বর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসা শেষে চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি তাকে আবার কারাগারে নেওয়া হয়। হাসপাতালের ছাড়পত্র অনুযায়ী, তার শরীরে ফুসফুসের ক্যান্সার ধরা পড়ে, যা পরে মস্তিষ্কে ছড়িয়ে যায় (কার্সিনোমা লাং উইথ ব্রেন মেটাস্টেসিস)। পাশাপাশি তিনি উচ্চ রক্তচাপসহ অন্যান্য জটিল রোগেও আক্রান্ত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচন সামনে রেখে রেলের ক্ষতিসাধন রোধে সতর্ক থাকার নির্দেশ

আসন্ন সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে কোনো স্বার্থান্বেষী মহল যেন রেলের যাত্রীসাধারণ, ট্রেন ও রেল অবকাঠামোর ক্ষতিসাধন করতে না পারে, এ জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছে রেলপথ মন্ত্রণালয়। শনিবার (৩১ ডিসেম্বর) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফাতেমা তুজ জোহরা স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

বৈধ অস্ত্র জমার শেষ দিন আজ, জমা না দিলে আইনি ব্যবস্থা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করে অন্তর্বর্তী সরকার। এর অংশ হিসেবে শনিবার (৩১ জানুয়ারি) পর্যন্ত বৈধ অস্ত্র সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দেওয়ার শেষ দিন নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অস্ত্র জমা না দিলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গত ১৮ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ঘোষিত তফশিল অনুসরণে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সধারীদের অস্ত্র বহন ও প্রদর্শন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

ইসিতে অনলাইনে কার্ড আবেদন, ১৪ হাজার সাংবাদিকের তথ্য ফাঁস

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের কার্ড দিতে পরিবর্তন এনেছিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রথমবারের মতো এবারই সাংবাদিকদের কার্ড ও গাড়ির স্টিকার পেতে অনলাইনে আবেদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। তবে সাংবাদিকদের তোপের মুখে বাধ্যতামূলক এই সিদ্ধান্ত থেকে গত বৃহস্পতিবার সরে আসে নির্বাচন কমিশন। তার আগেই নির্বাচন সংক্রান্ত নিউজ কাভার করার জন্য ১৪ হাজার সাংবাদিক আবেদন করেছিলেন। তবে এই ১৪ হাজার সাংবাদিকের তথ্য ইসির ওই নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে ফাঁস হয়ে গেছে। বিষয়টি দুঃখজনক দাবি করে নির্বাচন কমিশন বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসির (আরএফইডি) সভাপতি দৈনিক যুগান্তরের বিশেষ প্রতিনিধি কাজী জেবেল বলেন, সাংবাদিকদের অনলাইনে কার্ড দেওয়া চূড়ান্ত করার আগে আমাদের মতামত নেওয়া হয়নি। এটার কারিগরি ও নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো সনদ আমাদের দেওয়া হয়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

ডেমরায় থানা থেকে লুট হওয়া ৫টি গ্রেনেড উদ্ধার

রাজধানীর ডেমরায় পরিত্যক্ত অবস্থায় থানা থেকে লুট হওয়া পাঁচটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) র‍্যাব-১০ এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) তাপস কর্মকার এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব-১০ যাত্রাবাড়ী ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টা ১৫ মিনিটের দিকে ডেমরা থানার স্টাফ কোয়ার্টার থেকে বনশ্রীগামী সড়কের পাশে একটি স'মিলের বিপরীতে ড্রেনের পাশ থেকে ধাতব লিভারযুক্ত পাঁচটি অবিস্ফোরিত গ্রেনেড উদ্ধার করে। উদ্ধার করা গ্রেনেডগুলো থানা থেকে লুট হওয়া বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। র‍্যাব-১০ এর সহকারী পরিচালক আরও জানান, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের সুযোগে দুষ্কৃতিকারীরা দেশের বিভিন্ন থানায় হামলা চালিয়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট করে। এসব অস্ত্র পরে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার নির্দেশনায় র‍্যাবসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো তৎপরতা জোরদার করে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

শিশু অপহরণ; অটোরিকশাচালক ও তার বাবার দোষ স্বীকার, চারজন কারাগারে

রাজধানীর মুগদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের গেটের বাইরে থেকে তিন বছরের এক শিশুকে অপহরণের মামলায় অটোরিকশাচালক চান মিয়া ও তার বাবা নূর মোহাম্মদ স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহবুবুর রহমানের আদালতে তাদের এই জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়। জবানবন্দি গ্রহণ শেষে আদালত চান মিয়া ও নূর মোহাম্মদকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে মামলার অপর দুই আসামি চান মিয়ার মা চান মালা এবং তার ছোট ভাই জাকিরের স্ত্রী কুলসুমকেও কারাগারে পাঠানো হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মুগদা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) নাজমুল আলম এদিন চার আসামিকে আদালতে হাজির করেন। তিনি জানান, বাবা ও ছেলে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে সম্মত হওয়ায়, তা রেকর্ডের আবেদন করা হয়। অন্যদিকে চান মালা ও কুলসুমকে কারাগারে রাখার আবেদন জানানো হয়, যা আদালত মঞ্জুর করেন। প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই কাজী জাকির হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:৩১.০১.২০২৬ রিহাব)

BBC

TAKEAWAYS FROM THE MILLIONS OF NEWLY RELEASED EPSTEIN FILES

Millions of new files relati
ng to the late sex offender Jeffrey Epstein have been released by the US Department of Justice, the largest number of documents shared by the government since a law mandated their release last year. Three million pages, 1,80,000 images and 2,000 videos were posted publicly on Friday. The release came six weeks after the department missed a legal deadline signed into law by President Donald Trump that mandated all Epstein-related documents be shared with the public. (BBC News Web Page: 31/01/26, FARUK)

UN RISKS 'IMMINENT FINANCIAL COLLAPSE', SECRETARY GENERAL WARNS

The United Nations is at risk of "imminent financial collapse" due to member states not paying their fees, the body's head has warned. Antonio Gutierres said the UN faced a financial crisis which was "deepening, threatening programme delivery", and that money could run out by July. He wrote in a letter to all 193 member states that they had to honour their mandatory payments or overhaul the organization's financial rules to avoid collapse. It comes after the UN's largest contributor, the US, refused to contribute to its regular and peacekeeping budgets, and withdrew from several agencies it called a "waste of taxpayer dollars". Several other members are in arrears or are simply refusing to pay.
(BBC News Web Page: 31/01/26, FARUK)

US GOVERNMENT PARTIALLY SHUTS DOWN DESPITE LAST MINUTE FUNDING DEAL

The United States federal government has partially shutdown despite a last-ditch funding deal approved by the US Senate. The funding lapse officially began at midnight US eastern time on Saturday, hours after senators agreed to fund most agencies until September. The bill carved out a two-week exemption for the Department of Homeland Security, which oversees immigration enforcement agencies. The bill has yet to be approved by the US House of Representatives, which is out of session. President Donald Trump struck the deal with Democrats after they refused to give more funding for immigration enforcement following the fatal shooting of two US citizens in Minneapolis by federal agents.
(BBC News Web Page: 31/01/26, FARUK)

IRAN WANTS TO MAKE DEAL RATHER THAN FACE MILITARY ACTION: TRUMP

President Donald Trump has said Iran wants to make a deal rather than face US military action, despite Tehran's insistence that its missile and defence systems will "never" be up for negotiation. "I can say this, they do want to make a deal," Trump told reporters at the White House on Friday when asked about a build-up of US military forces in the Gulf, without providing details. He had warned Tehran on Wednesday that time was "running out" to negotiate a deal on its nuclear programme after a large US naval fleet had gathered near the country. Iran's foreign minister said there were no talks planned with the US at present but that Tehran was open to negotiations based on "mutual respect" and trust.
(BBC News Web Page: 31/01/26, FARUK)

MALI LAWMAKER JAILED IN IVORY COAST FOR INSULTING PRESIDENT

A Malian lawmaker has been jailed in neighbouring Ivory Coast for three years for insulting the 84-year-old Ivorian leader, who recently won a fourth term in office. Mamadou Hawa

Gassama, who serves in the transitional parliament set up by Mali's junta, was arrested last July while on a trip to Ivory Coast. Prosecutors said he described President Alassane Ouattara as a "tyrant", "an enemy of Mali" and strongly criticized his leadership in interviews and on social media. Since Mali's military took power in 2020, relations with Ivory Coast have been strained. Ouattara, an ally of France - the former colonial power in both nations - has been critical of the takeover and other coups in West Africa.
(BBC News Web Page: 31/01/26, FARUK)

SUSPECTED SEPARATISTS KILL 10 PAKISTANI POLICEMEN IN 'COORDINATED' ATTACKS

At least 10 security officials and 37 fighters have been killed as armed men launched "coordinated" attacks across Pakistan's Balochistan province, officials said, in the latest incident in the violence-hit southwest region. Several police stations in the provincial capital of Quetta were targeted by alleged ethnic Baloch gunmen in an attack that began at about 3am on Saturday. Pakistan's has been battling a separatist movement in Balochistan for decades, where rebels target state forces, foreign nationals and non-locals in the mineral-rich southwestern province bordering Afghanistan and Iran. Interior Minister Mohsin Naqvi, in a statement, said 10 security officers were killed in the attacks, also praising the forces for killing 37 fighters after coming under fire at multiple locations across Balochistan.
(BBC News Web Page: 31/01/26, FARUK)

AT LEAST 170 KILLED IN AIR STRIKES DURING MYANMAR'S WIDELY CRITICIZED ELECTION: UN

At least 170 people were killed in military air strikes during Myanmar's weeks long election period, the United Nations has said. "Credible sources" had counted the civilian deaths, the UN rights office said, as well as 408 military aerial attacks from December 2025 to late last week, when the third and final round of voting was held. The election itself has already been widely denounced as a sham, by numerous countries and human rights groups. The Union and Solidarity Party (USDP), backed by Myanmar's military, won an overwhelming victory, according to state media - an outcome which was expected following the tightly-controlled vote. (BBC News Web Page: 31/01/26, FARUK)

IRAN'S PRESIDENT SAYS TRUMP, NETANYAHU, EU STIRRED TENSIONS DURING PROTESTS

Iranian President Masoud Pezeshkian has said that United States President Donald Trump, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Europe stirred tensions by "provoking" people during the recent protests that gripped the country. "They equipped and brought a number of innocent people along with this movement and poured them into the streets and incited them to tear this country apart, create fights and hatred between people, and create division," Pezeshkian said in a televised speech on Saturday, according to Iran's official Student News Network. (BBC News Web Page: 31/01/26, FARUK)

CHILDREN AMONG 28 PALESTINIANS KILLED BY ISRAELI ACROSS GAZA

At least 38 Palestinians, including six children and several police officers, have been killed in the Gaza Strip since dawn, a day before the Rafah crossing is due to reopen. An Israeli air strike on Saturday on a tent sheltering displaced people in the Mawasi area to the northwest of Khan Younis city killed at least seven Palestinians, including three children, medical sources told the BBC. Their bodies were taken to the Nasser Medical Complex in Khan Younis. In Gaza City, emergency services reported that at least five Palestinians, including three children, were killed in an Israeli air strike on an apartment building in the Remal neighbourhood to the west of the city. Eight Palestinians were also injured in an Israeli bombing of an apartment building in the Daraj neighbourhood of Gaza City.
(BBC News Web Page: 31/01/26, FARUK)

:: THE END ::